13 AUG 2016
তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...১৯... কলাম ...২...

সমকাল

শেকৃবি ও ইবি চলছে উপাচার্য ছাড়াই

শিক্ষক-কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বন্ধের উপক্রম

■ সাব্বির নেওয়াজ

উপাচার্য ছাড়াই চলছে দুটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) উপাচার্য নেই ৪২ দিন ধরে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অপসারণ করা হয়েছে। উপাচার্য নিয়োগের নথি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে দু'বার ফিরে এসেছে। এ ছাড়া রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) মেয়াদ শেষ হওয়ায় একই দিনে বিদায় নিয়েছেন উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও ট্রেজারার। কার্যত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রশাসন' বলতে কিছু নেই। গত ২৫ জুলাই এ তিনজন বিদায় নেওয়ার পর দায়িত্ব দেওয়া হয়নি কাউকে। এ কারণে প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রমে তৈরি হয়েছে নানা জটিলতা, নেমে এসেছে স্থবিরতা। এমনকি ভিসি ও ট্রেজারার না থাকায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জুলাই মাসের বেতন এখনও হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য থেকেই যোগ্য প্রার্থীদের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের পদে অতি দ্রুত নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তারা।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তারা জানান, গত ২৫ জুলাই উপাচার্য অধ্যাপক শাদাত উল্লা, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. শহীদুর রশীদ ভুঁইয়া এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. হযরত আলীর মেয়াদ শেষ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সূত্র জানায়, উপাচার্যের অনুমতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন তোলা, ফল প্রকাশ করা, ফাইল অনুমোদন করাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে জরুরি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। কৃষি অনুষদের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা ফল নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাদের আগের সেমিস্টারের ফল প্রস্তুত হলেও উপাচার্যের অনুমোদন না থাকায় তা প্রকাশ হচ্ছে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা করতে পারছে না প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী আউয়াল মিয়া সমকালকে বলেন, 'আমরা মাসের ২৮ বা ২৯ তারিখের মধ্যেই বেতন পেয়ে যাই। কিন্তু ভিসি না থাকায় কবে নাগাদ বেতন পাবো এবার ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

শেকৃবি ও ইবি চলছে

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

তা জানি না। ৬ সদস্যের পরিবার নিয়ে ধারদেনা করে চলছি।' শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, মন্ত্রণালয় শেকৃবিতে কে কোন পদে নিয়োগ পাবেন, তা চূড়ান্ত করেছে। তবে মাদারীপুর থেকে নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্য প্রস্তাবিত নামগুলোর ব্যাপারে ভেটো দিয়েছেন। এই সাংসদ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র ও বর্তমানে সিন্ডিকেট সদস্য। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে উপাচার্যসহ গুরুত্বপূর্ণ তিন পদে এ সপ্তাহেই নিয়োগ হতে পারে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. শহীদুর রশীদ ভুঁইয়া বা কৃষি অনুষদের বর্তমান ডিন অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন আহম্মদ উপাচার্য হতে পারেন বলে ক্যাম্পাসে গুঞ্জন চলছে। কৃষিতে সার্বিক অবদানের জন্য সম্প্রতি স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত গবেষক অধ্যাপক ড. শহীদুর রশীদ ভুঁইয়া সমকালকে বলেন, 'আমাকে ভিসি করা হলে প্রথমে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করে মানসম্মত গবেষণার প্রসার ঘটাব।'

অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমাকে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে কৃষিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন করব।'

জানা গেছে, উপ-উপাচার্য এবং ট্রেজারার পদে আসতে পারেন অধ্যাপক ড. হযরত আলী, অধ্যাপক ড. সেকান্দার আলী, অধ্যাপক ড. আনোয়ারুল হক বেগ, অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. অলক কুমার পাল এবং অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলীর মধ্যে দু'জন।

ইবিতে স্থবিরতা : টানা ৪২ দিন ভিসি ছাড়াই চলছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি)। ভিসি নিয়োগ না হওয়ায় একাডেমিক, প্রশাসনিক ও অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে নেমে এসেছে স্থবিরতা। দ্রুত ভিসি নিয়োগের দাবি করেছেন শিক্ষক ও কর্মকর্তারা।

গত ৯ ও ১০ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) থেকে ভিসির বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে একটি টিম ক্যাম্পাসে আসে। তাদের তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে আর্থিক অনিয়ম, নিয়োগে দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অভিযোগে গত ৩০ জুন ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকারকে নির্ধারিত মেয়াদের ৫ মাস ২৭ দিন আগেই ভিসি পদ থেকে অব্যাহতি দেয় সরকার। ভিসির পদচ্যুতির প্রায় এক মাস অতিবাহিত হলেও কাউকে এ পদে নিয়োগ দিতে পারেনি সরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস সূত্রে জানা গেছে, ভিসি না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক, একাডেমিক, হিসাব ও অর্থ শাখার গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় ফাইল আটকে আছে। শিক্ষক কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন ফাইল, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগের অনার্স ও মাস্টার্সের পরীক্ষার ফল সংক্রান্ত ফাইল, বিভিন্ন বিভাগের ভর্তি, পুনঃভর্তি ও ভর্তি বাতিল সংক্রান্ত ফাইল জমে আছে। প্রক্টর প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান সমকালকে জানান, ভিসি না থাকায় ক্যাম্পাসের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ভিসি হিসেবে নিয়োগের জন্য ইবির আইন বিভাগের অধ্যাপক প্রফেসর ড. সেলিম তোহা ও ট্রেজারার হিসেবে ইংরেজি বিভাগের প্রফেসর ড. রশীদ আসকারীর নাম প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়। এ প্রস্তাব অননুমোদিত হয়ে ফেরত এলে প্রস্তাবটি পুনরায় সংশোধন করে ভিসি হিসেবে ড. রশীদ আসকারী ও ট্রেজারার হিসেবে ড. সেলিম তোহার নাম পাঠানো হয়। এ পর্যায়ে দেশের গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা সংস্থা ড. রশীদ আসকারীর বিষয়ে নেতিবাচক একটি প্রতিবেদন দেয়। কুষ্টিয়া থেকে নির্বাচিত প্রভাবশালী একজন সংসদ সদস্যও অধ্যাপক আসকারীর বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছেন বলে জানা গেছে। এতে আটকে গেছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও ট্রেজারার নিয়োগ।